নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

তারিখ ঃ ..... সেপ্টেম্বর ২০০৮

নং-নিকস/আইন-১/নিস/১(৩)/২০০৮/

সভার কার্যবিবরণী

বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থীগণ কর্তৃক মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত ঘোষণা ও হলফনামার বিষয়াদি পরিবীক্ষণ ও যাচাইয়ের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা মহোদয়ের সভাপতিত্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ ছহুল হোসাইন ও জনাব বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম. সাখাওয়াত হোসেন এবং নিবাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তাদের তালিকা সংলগ্নী-'ক' এ সংযুক্ত করা হল।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ০৪ আগস্ট ২০০৮ তারিখে ০৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ০৯টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে প্রার্থীগণ কর্তৃক মনোনয়নপত্রের সাথে ৭/৬টি তথ্য সম্বলিত হলফনামা প্রদান করা হয়। মনোনয়ন ফরমের সাথে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং আয়কর রিটার্নের কপি ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করার বিধান ছিল। কিন্তু কিছু কিছু প্রার্থী প্রয়োজনীয় কাগজাদি যথাযথভাবে দাখিল করেননি, বা কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা অসত্য তথ্য পেশ করেছেন, যা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। যথাযথভাবে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা না করায় অনেক অযোগ্য প্রার্থীও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, যা নির্বাচন কমিশনকে খুবই বিব্রত করেছে। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই সচেতন থাকবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাকি মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন এমন সকলের তথ্য প্রকাশ করা হবে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। যিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন না তার তথ্য প্রকাশ করা নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এটাও দেখা দরকার। তিনি তারপর প্রার্থীর প্রদত্ত হলফনামার উপর উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চান।

৩। সুজন এর সম্পাদক ডঃ বদিউল আলম মজুমদার বলেন গত নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা পেতে তাদের যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে। বরিশাল হতে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, তারা সিডি সরবরাহ করলেও সিডিতে কপি দিতে দেরী করেছে বা হলফনামা যাচাই বাছাই এ যথেষ্ট শিথিলতা ছিল। এবার হলফনামা দেয়া হয়েছে মনোনয়ন ফরম প্রত্যাহারের তারিখের পরে। মনোনয়ন ফরম দাখিলের সাথে সাথে দেয়া হলে ভোটারদের মধ্যে তা প্রচার করা সহজ হতো। তিনি এ বিষয়ে ভারতের উদাহরণ টেনে বলেন সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক সকল প্রার্থীর তথ্যই জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয় অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও সকলের তথ্যই প্রচারের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমান আইনে না থাকলেও কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে 'Counter Affidavit' দেয়ার বিধান রাখা প্রয়োজন। তিনি পোষ্টার আকারে প্রার্থীদের হলফনামা বিভিন্ন জায়গায় প্রচারের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তথ্য পাওয়ার বিষয়টি একটি অধিকারের প্রশ্ন এবং এটা নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ নয়। তিনি আরও বলেন প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই- বাছাইয়ের প্রয়োগ সঠিকভাবে হলে অনেক প্রার্থীদের প্রার্থীতা বাতিল হত। অনেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছে। তথ্য প্রদানের বিধানটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করলে এর ফলাফল ইতিবাচক হবে।

৪। প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ বলেন যে সমস্ত তথ্য সাধারণের জন্য প্রকাশযোগ্য সেগুলো প্রকাশ করা প্রয়োজন। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে তথ্য সমূহ প্রচার করা হলে সকলেই উপকৃত হবে। শ্যামল দত্ত, সম্পাদক, ভোরের কাগজ বলেন নির্বাচন আইন জেনে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেই নির্বাচনে এসেছেন। সুতরাং তথ্য প্রকাশ করতে কোন বাধা নেই। এ্যাডভোকেট সালমা আলী এ বক্তব্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

ডেমোক্রেসিওয়াচ-এর বেগম তালেয়া রেহমান এবং এটিএন বাংলার বেগম মুন্নী সাহাও তথ্য মনোনয়ন ফরম জমাদানের সাথে সাথেই প্রকাশের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। টি,আই,বি এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ইফতেখারুজ্জামান বলেন আইনে জনসাধারণ্যে প্রচারের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে উল্লেখ করা হলে তার প্রচারে কোন জটিলতা থাকবে না। জনাব বদিউল আলম মজুমদার প্রার্থীর কাছ থেকে মনোনয়ন ফরমের সাথে হলফনামার ফটোকপি চাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। সাবেক উপদেষ্টা জনাব এম. হাফিজউদ্দিন খান বলেন তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখা দরকার।

৫। কলামিষ্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ উল্লেখ করেন সকল মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ করতে হবে নাকি যারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাদের তথ্য প্রকাশ করলেই চলবে সেটি বিবেচনার দাবী রাখে। নির্বাচনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৬। সভায় আরও মতামত ব্যক্ত করা হয়ে যে, লিফলেট আকারে তথ্যসমূহ ভোটারদের মাঝে বিলি করলে অধিক কার্যকর হবে। এনজিও এর মাধ্যমেও বিলি করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। সকলের তথ্য প্রকাশের দরকার নাই, বড় বড় দল বা সুপরিচিত প্রার্থীদের তথ্য সাধারণ্যে প্রচারের জন্য এনজিও/সংবাদপত্রগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৭। বিস্তারিত আলোচনার পর সভার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বিবেচীত হয় ঃ

(ক) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়ন ফরম জমা হওয়ার পর পরই সেগুলো স্থানীয়ভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখের পর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

(খ) প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা, নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী, আয়কর রিটার্ন ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের ৩টি ফটোকপি জমা দিতে হবে। উক্ত ৫টি কপির ১টি করে কপি রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে এবং বাকী কপি থেকে এনজিও বা অন্যান্যরা যাতে ফটোকপি করে নিতে পারে, সে সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৮। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. এ. টি. এম. শামসুল হুদা)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

বিতরণ কার্যার্থে ঃ

.....
.....
.....

বিতরণ জ্ঞাতার্থে ঃ

.....
.....
.....